চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-9

ছোটদের সাধারণ জ্ঞান

(২০০টি প্রশ্ন ও উত্তর)

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কাটুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ-এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১) আল কুরআনে কি?

উত্তর ঃ আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী বা কথা। আল-কুরআন আমাদের শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নাজিল হয়েছে। আল-কুরআনের কোন কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না কারণ আল্লাহ নিজেই এর রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

প্রশ্ন ২) ওহী কী?

উত্তর ঃ যা সরাসরি আল্লাহর কথা এবং জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সরাসরি রসূল ﷺ-এর কাছে এসেছে অর্থাৎ কুরআনের আয়াতগুলোকেই ওহী বলে। ওহী অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, মনের মধ্যে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা, গোপনভাবে কোন কথা বলা এবং ম্যাসেজ পাঠানো। ওহী অর্থ 'ইলকা', ইলহাম, মনের মধ্যে কোন কথা সৃষ্টি করে দেয়া কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখিয়ে দেয়া। ওহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন এবং ত্বরিত ইংগিত।

প্রশ্ন ৩) কুরআন অর্থ কি? আল কুরআনে কয়টি আয়াত রয়েছে?

উত্তর ঃ কুরআন অর্থ অধিক পঠিত। আল কুরআনে ৬,২৩৬ টি আয়াত আছে।

প্রশ্ন ৪) নবী-রসূলদের নিকট ওহী কিভাবে আসতো?

উত্তর ঃ ক) স্বপ্নের মাধ্যমে - যেমন আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নে বলেছিলেন ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করতে। খ) দেখা না দিয়ে কথার মাধ্যমে - যেমন আল্লাহ মুসা (আ.)-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছিলেন। গ) জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে - যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট কুরআনের ওহী নিয়ে আসতেন।

প্রশ্ন ৫) কখন প্রথম ওহী আসে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট।

উত্তর ঃ ৬১০ সালের রামাদান মাসের শেষ ১০ রাতের যে কোন বেজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫ অথবা ২৭শে রাতে যা লাইলাতুল ক্বদর নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৬) যখন প্রথম ওহী নাজিল হয় তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ যখন প্রথম ওহী নাজিল হয় তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স ছিল ৪০।

প্রশ্ন ৭) সর্ব প্রথম কোন ওহী অর্থাৎ কুরআনের কোন কোন আয়াত নাজিল হয়?

উত্তর ঃ আল-কুরআনের ৯৬নং সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। "পড় [জ্ঞান অর্জন কর] তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"

প্রশ্ন ৮) আল কুরআনের সর্বশেষ কোন সূরা নাজিল হয়েছে?

উত্তর ঃ আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা আন-নাসর নাজিল হয়েছে।

প্রশ্ন ৯) কে প্রতি বছর মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন?

উত্তর ঃ জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর রমাদান মাসে মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তবে যে বছর মুহাম্মাদ ﷺ মারা যান সেই বছর সম্পূর্ণ কুরআন দুইবার তিলাওয়াত করেছিলেন।

প্রশ্ন ১০) আল কুরআন মোট কত বছর এবং কোন বছর থেকে কোন বছর পর্যন্ত নাজিল হয়েছে?

উত্তর ঃ আল কুরআন মোট ২৩ বছরে নাজিল হয়েছে। ৬১০ সাল থেকে ৬৩২ সাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন ১১) প্রথম কোন কোন সাহাবী কুরআনে হাফিজ হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আবু বাকর (রা.), উমার (রা.), উসমান (রা.), আলি (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আবু হুরাইরা (রা.), আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আব্বাস ইবনে আমর (রা.), আয়িশা (রা.), হাফসা (রা.), উম্মে সালমা (রা.) প্রমুখ।

প্রশ্ন ১২) আল কুরআনে মোট কতটি সূরা আছে?

উত্তর ঃ আল কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা আছে।

প্রশ্ন ১৩) সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বড় সূরার নাম কি এবং কত আয়াত?

উত্তর ঃ সবচেয়ে বড় সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারাহ (২৮৬ আয়াত) এবং সবচেয়ে ছোট সূরা হচ্ছে সূরা আল-কাউসার (৩ আয়াত)

প্রশ্ন ১৪) আল-কুরআন কি শুধু মুসলিমদের জন্য নাজিল হয়েছে?

উত্তর ঃ না। আল-কুরআন শুধু মুসলিমদের জন্য নাজিল হয় নাই। আল-কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য নাজিল হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫) ওযূ ছাড়া কি কুরআন স্পর্শ করা বা পড়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে এবং পড়া যাবে। ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে বেশীরভাগ আলেমের মতে ওযূ ছাড়া কুরআন অবশ্যই স্পর্শ করা যাবে এবং তিলাওয়াতও করা যাবে। তবে ওযূসহ কুরআন তিলাওয়াত উত্তম।

প্রশ্ন ১৬) মাক্কী সূরা কাকে বলে?

উত্তর ঃ হিযরতের আগে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাদেরকে মাক্কী সূরা বলে। যেমন ঃ সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৭) মাক্কী সূরাগুলোর মুল বিষয়বস্তু কি?

উত্তর ঃ মাক্কী সূরাগুলোর মুল বিষয়বস্তু হচ্ছে ক) তাওহীদ খ) আখিরাত গ) রিসালাত।

প্রশ্ন ১৮) মাদানী সূরাগুলোর মুল বিষয়বস্তু কি?

উত্তর ঃ আইন-কানুন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ১৯) মাদানী সূরা কাকে বলে?

উত্তর ঃ হিযরতের পরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাদেরকে মাদানী সূরা বলে। হিযরতের পরে যদি কোন সূরা মক্কায়ও নাযিল হয়ে থাকে তাকেও মাদানী সূরা বলা হয়। যেমন ঃ সূরা নাসর।

প্রশ্ন ২০) কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির হিদায়াত বা পথনির্দেশ। দুনিয়ার জীবনটা কীভাবে কাটালে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে- সে কথা শিক্ষা দেয়ার জন্যই কুরআন এসেছে।

প্রশ্ন ২১) মুহাম্মাদ ﷺ কত বছর বয়সে নাবী হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ ৪০ বছর বয়সে নাবী হয়েছিলেন?

প্রশ্ন ২২) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ৫৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন ২৩) মুহাম্মাদ নামের অর্থ কি? এবং এই নাম কে রেখেছিলেন?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ নামের অর্থ প্রশংসিত। এই নাম তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ২৪) মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবা ও মায়ের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম ছিল আমিনা।

প্রশ্ন ২৫) কত বছর বয়সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাবা এবং মা মারা যান?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মের আগে তাঁর বাবা মারা যান এবং ৬ বৎসর বয়সে তাঁর মা মারা যান।

প্রশ্ন ২৬) কত বছর বয়সে মুহাম্মাদ ﷺ-মারা যান?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ ১১ হিজরীতে মারা যান তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর।

প্রশ্ন ২৭) রসূল ﷺ -কে এই পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ মানবজাতিকে মানুষের দ্বীনের শোষণ, অত্যাচার ও অশান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই রসূল ﷺ -কে দ্বীন ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষ যেন আল্লাহর দ্বীনকে মেনে চলার সুযোগ পায় এবং অন্য কোনো দ্বীনের আনুগত্য করতে যেন বাধ্য না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যেই রসূল ﷺ -কে পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২৮) ইসলামের চারজন বিখ্যাত খলিফার নাম কি?

উত্তর ঃ ক) আবু বাকর সিদ্দিক খ) উমর বিন খাত্তাব গ) উসমান বিন আফ্‌ফান ঘ) আলি বিন আবু তালিব (রাদিআল্লাহ আনহুম)।

প্রশ্ন ২৯) চার খলিফার খিলাফত কাল কি ছিল?

উত্তর ঃ আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফত কাল ছিল (৬৩২ থেকে ৬৩৪ খ্রীঃ), উমর ইবন আল-খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত কাল ছিল (৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খ্রীঃ), উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা.)-এর খিলাফত কাল ছিল (৬৪৪ থেকে ৬৫৬ খ্রীঃ), আলি ইবন আবি তালিব (রা.)-এর খিলাফত কাল ছিল (৬৫৬ থেকে ৬৬১ খ্রীঃ)।

প্রশ্ন ৩০) বিখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

প্রশ্ন ৩১) সর্ব প্রথম কে কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রী খাদিজা (রা.), তাঁর চাচাতো ভাই আলি (রা.), তাঁর দাস যায়িদ (রা.), তাঁর বন্ধু আবু বাকর (রা.), আবু বাকরের মেয়ে আসমা (রা.) এবং তার স্ত্রী (রা.)।

প্রশ্ন ৩২) মদীনার পূর্বের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ মদীনার পূর্বের নাম ছিল 'ইয়াত্রিব'।

প্রশ্ন ৩৩) কোন দুটি জিনিস ছেলেদের জন্য পরা হারাম বা নিষেধ কিন্তু মেয়েদের জন্য নিষেধ নয়?

উত্তর ঃ স্বর্ণের অলংকার ও সিল্কের কাপড়।

প্রশ্ন ৩৪) বাসায় বা সোকেসে কি কোন মুর্তি রাখা যাবে?

উত্তর ঃ না। বাসায় বা সোকেসে কোন মুর্তি রাখা যাবে না।

প্রশ্ন ৩৫) শরীরে কি টাট্টু আঁকা যাবে?

উত্তর ঃ না। শরীরে টাট্টু আঁকা যাবে না?

প্রশ্ন ৩৬) মেয়েরা কি নিজেদের ছবি ফেইসবুকে আপলোড করতে পারবে?

উত্তর ঃ না। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা অবশ্যই ফেইসবুকে তাদের ছবি আপলোড করে দিতে পারবে না। এটা গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ৩৭) মেয়েদের সলাত এবং ছেলেদের সলাতে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ না। ইসলামে মেয়েদের ও ছেলেদের সলাতে কোন পার্থক্য নেই। ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা, জলসায় (বৈঠকে) মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য একই নিয়ম। বাংলাদেশে মেয়েরাা সাধারণত যে নিয়মে রুকু, সিজদা এবং বৈঠক করে তা রসূল ﷺ -এর দেখানো নিয়ম নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।" (সহীহ বুখারী)

প্রশ্ন ৩৮) সতর কী?

উত্তর ঃ সতর একটি ইসলামী ভাষা। এ শব্দটির অর্থই হলো -- গোপন করা বা ঢেকে রাখা। শরীরের যে অংশটুকু ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই সবসময়ের জন্য ঢেকে রাখতে হয় তাকে সতর বলে।

প্রশ্ন ৩৯) ছেলেদের সতর কতটুকু?

উত্তর ঃ ছেলেদের সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা। এটুকু ঢাকা না হলে ছেলের সলাতই হবে না।

প্রশ্ন ৪০) ছেলেদের কি পর্দা আছে? ছেলেদের পর্দা কেমন হবে?

উত্তর ঃ মেয়েদের যেমন পর্দা করা ফরয তেমনি ছেলেদেরও পর্দা করা ফরয। তবে ছেলেদের পর্দার নিয়ম মেয়েদের থেকে আলাদা। ছেলেদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। ছেলেদের ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা দিয়ে শরীরের ভিতরের অংশ দেখা যায় এবং ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা শরীর দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু শরীরের গঠন পরিষ্কার ফুটে উঠে। অর্থাৎ ড্রেস টাইট হওয়া যাবে না ঢিলেঢালা হতে হবে।

প্রশ্ন ৪১) বড় ছেলেরা কি হাফ প্যান্ট পরতে পারবে?

উত্তর ঃ না, বড় ছেলেরা হাফ প্যান্ট পরতে পারবে না। তবে কোয়ার্টার প্যান্ট পরা যাবে কিন্তু তা অবশ্যই হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হতে হবে।

প্রশ্ন ৪২) মেয়েদের সতর কতটুকু?

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হাত দিয়ে সতরের সীমা দেখিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের পুরো চেহারা (চুলের গোড়া থেকে থুতনী এবং এক কানের লতী থেকে অন্য কানের লতী পর্যন্ত যেটুকু ওযূ করার সময় ধোয়া ফরয), দু'হাতের আংগুল থেকে কবজির উপর পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু থেকে আংগুল পর্যন্ত - এ তিনটি অংশ ছাড়া বাকী সমস্ত শরীরই সতর।

প্রশ্ন ৪৩) মেয়েদের পর্দা বা হিজাবের শর্তগুলো কি কি?

উত্তর ঃ ক) হিজাব (পর্দা) হবে এমন লম্বা কাপড় যা পুরো শরীরটাকে ঢেকে রাখবে। খ) হিজাব হবে মোটা কাপড়ের যার মধ্যদিয়ে শরীরের কোন কিছু দেখা বা বুঝা না যায়। গ) কাপড় হবে সাধারণ, কারুকার্য বিহীন। ঘ) ড্রেস চাপা হবে না বরং ঢিলাঢালা ও মোটা হবে যাতে শরীরের গঠন আকৃতি বুঝা না যায়। ঙ) ড্রেসটি প্রসিদ্ধ হবে না। চ) ড্রেসে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। ছ) ড্রেসটি আকর্ষণীয় রংয়ের হবে না। জ) ছেলেদের ড্রেসের মতো হবে না।

প্রশ্ন ৪৪) মেয়েদের পর্দা কি আকর্ষণীয় হতে পারবে?

উত্তর ঃ না। কুরআনের শর্ত অনুযায়ী পর্দা আকর্ষণীয় বা প্রসিদ্ধ হওয়া যাবে না। যেমন বোরকা বা স্কার্ফ আকর্ষণীয় কারুকার্য খচিত বা ডিজাইনের হওয়া যাবে না যাতে করে কোন ছেলের দৃষ্টি কোন মেয়ের দিকে পরতে পারে।

প্রশ্ন ৪৫) মেয়েদের বুকের উপর কি মোটা ওড়না বা চাদর দিতেই হবে? কেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কুরআনে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বলা হয়েছে মেয়েদের বুকের উপর ওড়না ব্যবহার করতে হবে যেন কোনভাবেই তার বুক বোঝা না যায়। আল্লাহ বলেন ঃ *"আর মু'মিন মেয়েদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে চলে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর যেন তারা নিজেদের বুকের উপর ওড়না দিয়ে রাখে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)*

প্রশ্ন ৪৬) মেয়েরা কি সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যেতে পারবে?

উত্তর ঃ না। এমন কোন আকর্ষণীয় পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহার করা উচিত নয় যার কারণে (মিষ্টি ঘ্রানে) পরপুরুষের দৃষ্টি কোন মেয়ের দিকে গিয়ে পরতে পারে এবং তাকে নিয়ে মনে মনে কোন চিন্তা করতে পারে। তবে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধও যেন বের না হয়। তাই সতর্কতাস্বরূপ কম ঘ্রাণের ডিউডেরন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ৪৭) মেয়েরা কি মসজিদের গিয়ে জামাতের সাথে সলাত আদায় করতে পারবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। যে সকল মসজিদে মেয়েদের সলাতের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে সেই মসজিদে গিয়ে মেয়েরা জামাতের সাথে সলাত আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪৮) মেয়েরা কি পরচুলা বা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর ঃ না। ঐ মেয়ের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুরা লাগায়। ঐ মেয়ের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা প্রস্তুত করে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৪৯) মেয়েদের ভ্রুর লোম উঠানো বা ভ্রু প্লাক করা কি জায়িয?

উত্তর ঃ না। রসূল ﷺ সেসব মেয়েদের অভিষাপ দিয়েছেন, যারা ভ্রুর লোম উপরে ফেলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে (সহীহ্ বুখারী)। তাই ভ্রুর লোম তুলে চেহারার সৌন্দর্য বাড়ানো নাজায়িয।

প্রশ্ন ৫০) মেয়েরা কি মাথার চুলের খোপা উপরের দিকে খাড়া করে বাঁধতে পারবে? বা, সৌন্দয্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগিয়ে কি খোপা বড় করতে পারবে?

উত্তর ঃ না। চুলের সাথে অন্য কিছু জড়িয়ে চুলকে খাড়া করে বেঁধে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাবে না। সহীহ মুসলিমের হাদীস অনুসারে এই কাজ নিষেধ।

প্রশ্ন ৫১) মেয়েরা কি প্যান্ট শার্ট পড়তে পারবে?

উত্তর ঃ প্যান্ট-শার্ট বা ট্রাওজার-গেঞ্জি ভেতরে পরা যেতে পারে কিন্তু তার উপরে অবশ্যই ঢিলেঢালা জাতীয় কিছু একটা পরতে হবে যাতে করে শরীরের কোন অংগ-প্রত্যংগ বাইরে থেকে বোঝা না যায়। কিন্তু ছেলেদের মতো শুধু প্যান্ট-শার্ট বা টি-শার্ট পরে চলাফেরা করা যাবে না। কারণ ছেলেদের মতো জামা-কাপড় পড়া কুরআনে নিষেধ।

প্রশ্ন ৫২) বাড়ীর ভেতরে থাকলেও কি পর্দা করতে হবে? বাড়ির ভেতরে পর্দার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকাকালে সবসময় সতর ঢেকে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর ভিতরে ছেলেদের অবাধ যাতায়াত থাকা উচিত নয়। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যেসব ছেলের সাথে দেখা দেয়া ইসলামে নিষেধ তাদের বাড়ির ভেতরে যেতে দেয়া মোটেই উচিত নয়।

প্রশ্ন ৫৩) নিজ কাজিনদের সামনেও কি পর্দা করতে হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই এদের সামনে পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে। চাচাত, মামাত, খালাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৪) গৃহ শিক্ষক বা প্রাইভেট শিক্ষকের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই প্রাইভেট শিক্ষকের সাথে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৫) ড্রাইভার-দারোয়ান এবং চাকরের সামনেও কি পর্দা করার প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ অনেকেই বাড়ির ড্রাইভার, দারোয়ান, কেয়ারটেকার বা চাকরের সামনে পর্দা করে না, মনে করে এরা তো আমাদের নিজেদেরই লোক। মনে রাখতে হবে এদের সামনেও অবশ্যই পর্দা করতে হবে, এরা সম্পূর্ণরূপে পরপুরুষ, এদের সামনে পর্দা করা ফরয।

প্রশ্ন ৫৬) স্কুলে কিভাবে পর্দা করবো?

উত্তর ঃ বিশেষ করে যেসকল স্কুলে কো-এডুকেশন সেখানে তো অবশ্যই ছাত্রীদের ১০০% পর্দা মেইন্টেন করে চলতে হবে। ছাত্রদের সাথে বিনা প্রয়োজনে গল্প-আড্ডা দেয়া যাবে না। এবং পুরুষ শিক্ষকের সাথেও অবশ্যই পর্দা করতে হবে যদিও সে পিতার বয়সী হন। এছাড়া কোন শিক্ষকের কাছে গ্রুপে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে বা কোন কোচিং সেন্টারে কোচিং করতে গিয়েও অবশ্যই পর্দা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন ৫৭) ছেলেমেয়ে একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করা কি জায়িয?

উত্তর ঃ না। ছেলেমেয়ে একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করা জায়িয না।

প্রশ্ন ৫৮) মেয়েদের কি উচ্চ স্বরে কুরআন পড়া জায়িয আছে?

উত্তর ঃ ঘরে যদি কোনো পরপুরুষ না থাকে আর এ আওয়াজ যদি ঘরের বাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তা হলে ঘরের মধ্যে আওয়াজ সীমাবদ্ধ রেখে পড়া যাবে। কিন্তু ক্বারী সাহেবদের মত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৫৯) মেয়েরা কি প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর ঃ বড় মেয়েদের প্রকাশ্যে কোন কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগীতায়ও অংশগ্রহণ করা যাবে না, এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করে তা ফেইসবুকে বা ইউটিউবে ছেড়ে দেয়াও যাবে না।

প্রশ্ন ৬০) মেহেদী বা হেনা চুল ছাড়া হাতে অথবা পায়ে লাগানো যাবে কি?

উত্তর ঃ মেহেদী বা হেনা চুলে, হাতে, পায়ে, দাঁড়িতে ছাড়াও শরীরের যে কোন জায়গায়ই লাগানো যাবে এতে ইসলামে কোন নিষেধ নেই।

প্রশ্ন ৬১) মেয়েদের কি ঈদের সলাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যাওয়া উচিত?

উত্তর ঃ রসূল ﷺ মেয়েদেরকে ঈদের সলাতে নিয়ে যেতে জোড় তাগিদ দিয়েছেন। তবে অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে যেতে হবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৬২) তাকওয়া কি?

উত্তর ঃ তাকওয়া হচ্ছে এই চারটি বিষয় ঃ ক) আল্লাহ বিষয়ক সচেতনতা, খ) আল্লাহ ভীতি, গ) আল্লাহর আনুগত্য, ঘ) আল্লাহ প্রেম।

প্রশ্ন ৬৩) ইসরা ও মিরাজ কি?

উত্তর ঃ ইসরা হচ্ছে এক রাতে জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে নাবী ﷺ -কে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুযালেমের মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো। আর মিরাজ হচ্ছে ঐরাতেই তাঁকে মসজিদুল আকসা থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত নিয়ে ভ্রমণ করানো।

প্রশ্ন ৬৪) কোন অসুখের জন্য অথবা জিন-ভূতের জন্য তাবিজ-কবয নেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ না। কোন অসুখের জন্য অথবা জিন-ভূতের জন্য তাবিজ-কবয নেয়া যাবে না। তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের উপর ভরসা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ৬৫) পত্রিকায় রাশিফল দেখা যাবে কি? গণকের কাছে যাওয়া যাবে কি এবং ভাগ্য ফিরানোর জন্য পাথর নেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ পত্রিকায় রাশিফল দেখা যাবে না, গণকের কাছে যাওয়া যাবে না এবং ভাগ্য ফিরানোর জন্য পাথরও নেয়া যাবে না। এগুলো সবই শিরকের অন্তভুক্ত।

প্রশ্ন ৬৬) কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পীর-আওলিয়ার কাছে যাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ কোন প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য পীর-আওলিয়া বা কোন হুজুরের নিকট যাওয়া যাবে না। কোন পীর-আওলিয়া বা হুজুরের নিকট গিয়ে কিছু চাইলেই তা হবে সরাসরি শিরক। মনে রাখতে হবে শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যা কিছু চাওয়ার তা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে চাইতে হবে অন্য কারো নিকট নয়।

প্রশ্ন ৬৭) জন্মদিন পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। জন্মদিন পালন করা যাবে না। কারণ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোনদিন তার নিজের, তার সন্তানদের এবং তার নাতী-নাতনীদের জন্মদিন পালন করেননি। এই কাজটি ইসলামে নিষেধ এবং বিদ'আত।

প্রশ্ন ৬৮) বিবাহ বার্ষিকী বা ম্যারেজ ডে পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বার্ষিকী বা ম্যারেজ ডে পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন ৬৯) শবেবরত পালন করা যাবে কি? শবেবরাতে কি কোন ইবাদত আছে?

উত্তর ঃ শবেবরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই। শবেবরাত পালন করা যাবে না। এই রাতে নফল সলাত আদায় করা এবং হালুয়া-রুটি বিলি করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ৭০) শবেমিরাজ পালন করা যাবে কি? শবেমিরাজে কি কোন ইবাদত আছে?

উত্তর ঃ শবেমিরাজও পালন করা যাবে না। শবেমিরাজে রসূল ﷺ উর্ধ আকাশে গিয়েছিলেন। তবে এই দিন পালন করা, এই রাতে নফল সলাত আদায় করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ৭১) ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করা যাবে না। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোন দিন ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করেননি তাই আমরাও পালন করতে পারবো না। এটি পালন করা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন ৭২) দশই মুহাররাম শোক দিবস পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। দশই মুহাররাম শোক দিবস পালন করা যাবে না। দশই মুহাররামের সাথে শোকের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে হোসাইন (রা.)-কে নিয়ে শিয়ারা যে কার্যক্রম করে তা ইসলামে জায়িয নেই।

প্রশ্ন ৭৩) হেলোইন পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। হেলোইন পালন করা যাবে না। কারণ এটি শয়তান ও দুষ্ট জিনদের নিয়ে উৎসব।

প্রশ্ন ৭৪) পহেলা বৈশাখ বা নিউ ইয়ার পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। পহেলা বৈশাখ বা নিউ ইয়ার পালন করা যাবে না। এই কাজ ইসলামে নিষেধ।

প্রশ্ন ৭৫) ভেলেনটাইনস পালন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। ভেলেনটইনস পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন ৭৬) কত বছর বয়স থেকে ছেলে মেয়েদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় ফরয?

উত্তর ঃ ১০ বছর বয়স থেকে প্রতিটি ছেলেমেয়ের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবূ দাউদ)

প্রশ্ন ৭৭) মু'মিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য কিসে?

উত্তর ঃ মু'মিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত আদায় না করা। কোন মুসলিম যদি নিজ ইচ্ছায় এক ওয়াক্ত সলাত আদায় না করে তাহলে সে আর মুসলিম থাকে না, তাকে আবার তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন ঃ "মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।" (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ৭৮) সলাতে রফ'উল ইয়াদাঈন অর্থ কি?

উত্তর ঃ রফ'উ অর্থ = উপরে উঠানো। ইয়াদুন অর্থ = এক হাত। ইয়াদানি অর্থ = দুই হাত। রফ'উল ইয়াদাঈন অর্থ = দুই হাত উপরে উঠানো। যেমন সলাতে তাকবীর দিয়ে 'আল্লাহু আকবার বলে' আমরা দুই হাত উপরে উঠাই, একে রফ'উল ইয়াদাঈন বলে।

প্রশ্ন ৭৯) সলাতের ফরয বা রুকনসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ 'রুকন' অর্থ স্তম্ভ। অর্থাৎ যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সলাত বাতিল হয়ে যায়। যা ৮টি। যেমন- ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো। তাকবীরে তাহরীমা ঃ অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠানো। সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা। রুকু করা। সাজদাহ করা। ধীর-স্থির ভাবে সলাত আদায় করা। শেষ বৈঠক। দুইদিকে সালাম ফিরানো।

প্রশ্ন ৮০) সলাতের ওয়াজিবসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ রুকন-এর পরেই ওয়াজিব-এর স্থান, যা আবশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সলাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে বাদ পরলে 'সাজদায়ে সাহু' দিতে হয়। যা ৮টি। যেমন- 'তাকবীরে তাহরীমা' ব্যতীত অন্য সকল তাকবীর। রুকুতে তাসবীহ পড়া। রুকু থেকে উঠার সময় 'সামি 'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলা। রুকু থেকে উঠে 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলা। সাজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়া। দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ও দু'আ পাঠ করা। প্রথম বৈঠকে বসা ও 'তাশাহহুদ' পাঠ করা। সালামের মাধ্যমে সলাত শেষ করা।

প্রশ্ন ৮১) সলাতের সুন্নাতসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত সলাতের বাকী সব আমলই সুন্নাত। যেমন- জুম'আর ফরয সলাত ব্যতীত দিবসের সকল সলাত নীরবে ও রাত্রির ফরয সলাতসমূহ সরবে পড়া। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ..... চুপে চুপে পাঠ করা। সলাতে পঠিতব্য সকল দু'আ। বুকে হাত বাঁধা। রফ'উল ইয়াদায়েন করা। 'আমীন' বলা। সাজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা। 'জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা। মাটিতে দু'হাতে ভর দিতে উঠে দাঁড়ানো। সলাতে দাঁড়িয়ে সাজদার স্থানে নজর রাখা। তাশাহহুদের সময় ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে থাকা। এছাড়া ফরয-ওয়াজিবের বাইরে সকল বৈধ কর্মসমূহ।

প্রশ্ন ৮২) কি কি কারণে সলাত নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ঃ সলাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা। সলাতে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। এমন কাজ করা যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে সলাতের মধ্যে নয়। ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে সলাতের কোন রুকন ও শর্ত পরিত্যাগ করা। সলাতের মধ্যে অধিক হাসা। সুতরা না থাকলে সলাতের সামনে দিয়ে কোন (সাবালিকা) মহিলা, গাধা ও কাল কুকুর অতিক্রম করলে সলাত নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৮৩) সলাতের নিষিদ্ধ সময়গুলো কখন কখন?

উত্তর ঃ সূর্যোদয়, সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর থাকে এবং সূর্যাস্ত কালে সলাত আদায় করা নিষেধ।

প্রশ্ন ৮৪) জুতা পরে কি সলাত আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জুতা পরে সলাত আদায় করা যাবে। রসূল ﷺ কখনও খালি পায়ে দাঁড়াতেন আবার কখনও জুতা পরে দাঁড়াতেন।

প্রশ্ন ৮৫) রমাদান ও সিয়াম (রোযা) কাকে বলে?

উত্তর ঃ আরবী যে বারটি মাস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে রমাদান মাস। রমাদান এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে রমযান। সিয়াম আরবী শব্দ এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে রোযা। আরবী বছরের ২য় হিজরীতে রমাদান মাসে সিয়াম ফরয করা হয়েছে। মাহে ফার্সি শব্দ যার অর্থ মাস আর মাহে রমাদান অর্থ - রমাদান মাস। আমরা বলি রমাদান কারীম বা রমাদান মুবারক, এ দুটিই আরবী শব্দ। কারীম অর্থ - 'মহান' আর মুবারক অর্থ - 'কল্যাণময় হোক'। আবার আমরা বলি খোশ আমদেদ মাহে রমাদান, খোশ আমদেদ-ও ফার্সি শব্দ যার অর্থ - 'স্বাগতম'।

প্রশ্ন ৮৬) ইফতার ও সাহুর-এর কোন নির্দিষ্ট নিয়্যত আছে কি?

উত্তর ঃ ইফতারের এবং সাহুর-এর "নাওয়াইতুয়ান...." ইত্যাদি বলে মুখে উচ্চারণ করে কোন নিয়্যত নেই। আমাদের দেশে ইফতারের এবং সাহুরের যে নিয়্যত প্রচলিত আছে তা সহীহ হাদীসভিত্তিক নয়। এই ধরণের নিয়্যত বিদ'আত।

প্রশ্ন ৮৭) সাহুর ও ইফতারের সময় কী বলব?

উত্তর ঃ পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ তা বলতে আদেশ করেছেন। খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়, বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ। (অর্থ ঃ শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।)

প্রশ্ন ৮৮) সিয়াম অবস্থায় কখন দু'আ করতে হবে?

উত্তর ঃ সিয়ামপালনকারীর উচিত ইফতার করার আগ পর্যন্ত সিয়াম থাকা অবস্থায় সারাদিন বেশী বেশী করে দু'আ করা। কারণ, সিয়াম থাকা অবস্থায় সিয়ামপালনকারীর দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল হয়।

প্রশ্ন ৮৯) পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের চাপের কারণে সিয়াম কি ভাঙ্গতে পারবে?

উত্তর ঃ না। তা পারবে না। অধ্যয়ন সিয়াম ভঙ্গের ওযর (কারণ) হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ৯০) আল কুরআনে কতবার যাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর ঃ আল কুরআনের ২৮ স্থানে সলাতের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৯১) যাকাত দেয়ার শর্ত কি?

উত্তর ঃ মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত।

প্রশ্ন ৯২) যাকাত প্রদানের জন্য কি নিয়্যত করতে হবে?

উত্তর ঃ যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়্যত করতে হবে তা না করলে যাকাত পরিশোধ হবে না।

প্রশ্ন ৯৩) নিসাব কী?

উত্তর ঃ নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের স্কেল। যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার অলংকার সমপরিমাণ বা বেশী থাকে অথবা তার সমপরিমাণ বা বেশী অর্থ বা সম্পদ থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ৯৪) সাড়ে ৭ ভরিতে কত গ্রাম এবং সাড়ে ৫২ তোলায় কত গ্রাম?

উত্তর ঃ স্বর্ণ এক ভরি = ১১.৬৬ গ্রাম। স্বর্ণ সাড়ে ৭ ভরি = ৮৭.৫০ গ্রাম। রুপা সাড়ে ৫২ তোলা = ৬১২.৫০ গ্রাম।

প্রশ্ন ৯৫) যাকাতের নিসাবের শর্ত কী?

উত্তর ঃ স্বর্ণ বা রুপা যে কোন একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় থাকে এবং আরবী মাসের হিসাবে এক বৎসর তার মালিকানায় স্থায়ী থাকে তাহলে তার উপর এ সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা ফরয।

প্রশ্ন ৯৬) কার উপর যাকাত ফরয?

উত্তর ঃ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সকল মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয।

প্রশ্ন ৯৭) কোন্ কোন্ খাতে বা কাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতে যাকাতের নির্দেশ এসেছে ঃ ১) একেবারে নিঃস্ব, অসহায় ২) মিসকিন, কোনরকম দিনযাপনকারী ৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ৪) ঈমান আনার জন্য ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করার জন্য এবং নতুন মুসলিমও হতে পারে ৫) দাস মুক্তির জন্য অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলমুক্তির জন্য ৬) ঋণগ্রস্তকে ৭) আল্লাহর পথে অর্থাৎ ফী-সাবিলিল্লাহ, যেমন ঃ দাওয়াতী কাজে ৮) মুসাফিরকে।

প্রশ্ন ৯৮) কোন কোন সম্পদের উপর যাকাত ফরয?

উত্তর ঃ (ক) স্বর্ণ-রুপা (খ) নগদ টাকা (গ) বাণিজ্যিক পণ্য (ঘ) গৃহপালিত গবাদি পশু (ঙ) উৎপাদিত ফসল।

প্রশ্ন ৯৯) কে যাকাত পাবে না বা কাকে যাকাত দেয়া যাবে না?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে যাকাত দিতে পারে না, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না।

প্রশ্ন ১০০) যাকাত দিতে হবে প্রকাশ্যে না গোপনে? বলে নাকি না বলে?

উত্তর ঃ যাকাতের অর্থ দিতে হবে এই বলে যে, এটি যাকাতের অর্থ। এটি ঠিক নয়। যাকাতের অর্থ বরং না বলে দেয়াটাই উচিত। কারণ অনেকের এতে করে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

প্রশ্ন ১০১) ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রুপার কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা তার সমপরিমাণ বা তার বেশী থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। স্বর্ণ-রুপা চাকা হোক বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রুপার যাকাত ফরয।

প্রশ্ন ১০২) যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ যাকাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে আটটি খাতের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদান করা জায়িয নয় । তাই যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না ।

প্রশ্ন ১০৩) যাকাতের টাকা দিয়ে কি ইয়াতিমখানা এবং মাদ্রাসা তৈরী করা যাবে?

উত্তর ঃ না । যাকাতের টাকা দিয়ে ইয়াতিমখানা এবং মাদ্রাসা তৈরী করা যাবে না ।

প্রশ্ন ১০৪) যাকাতের টাকা কি ইয়াতিমদের ভরণপোষণের জন্য দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ । যাকাতের টাকা ইয়াতিমদের ভরণপোষণের জন্য অবশ্যই দেয়া যাবে ।

প্রশ্ন ১০৫) যাকাতের টাকা কি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ হিসেবে দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ । যাকাতের টাকা মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার জন্য অবশ্যই দেয়া যাবে ।

প্রশ্ন ১০৬) যাকাতের টাকা কি নিজ গরীব ভাই-বোনদের দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ । যাকাতের টাকা নিজ গরীব ভাই-বোনদের অবশ্যই দেয়া যাবে । তাদের হক আগে ।

প্রশ্ন ১০৭) মৃতুর পর কবরে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে সেগুলো কি কি এবং তার উত্তর কি কি?

উত্তর ঃ ক) তোমার রব কে? -আল্লাহ খ) তোমার দ্বীন কি? - ইসলাম গ) তোমর রসূল কে? - মুহাম্মাদ ﷺ

প্রশ্ন ১০৮) আখিরাতের মাঠে যে ৫টি প্রশ্ন করা হবে সেগুলো কি কি?

উত্তর ঃ রসূল ﷺ বলেছেন, আখিরাতের মাঠে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া না পর্যন্ত কোন আদম সন্তানই এক কদমও নড়তে পারবে না । ক) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? খ) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোন কাজে লাগিয়েছে? গ) কোন উপায়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে? ঘ) এবং কোন পথে সেই টাকা-পয়সা খরচ করেছে? ঙ) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

প্রশ্ন ১০৯) বাইতুল্লাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ বাইতুল্লাহ অর্থ আল্লাহর ঘর । প্রথম স্থানে মক্কার মসজিদুল হারাম এবং দ্বিতীয় স্থানে মদীনার মসজিদে নববী, এবং তৃতীয় স্থানে প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমে বাইতুল মাক্‌দিস (মাসজিদুল আক্‌সা) ।

প্রশ্ন ১১০) ইসলাম অর্থ কি?

উত্তর ঃ ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ এবং এর অপর নাম শান্তি ।

প্রশ্ন ১১১) হাদীস কাকে বলে? হাদীস কয় ভাগে বিভক্ত?

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা, কাজ ও সমর্থন যা সহীহ সূত্রে বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীস সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত। যেমন– ক) সহীহ; খ) হাসান সহীহ (সন্দেহাতীতভাবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, আমলযোগ্য); গ) যঈফ (দুর্বল, আমলযোগ্য নয়); এবং ঘ) মওজু (জাল, বানোয়াট, সর্বদা বর্জনীয়)।

প্রশ্ন ১১২) সিহা সিত্তা কাকে বলে?

উত্তর ঃ ৬টি হাদীসগ্রন্থকে বলে সিহা সিত্তা। যথা ঃ ক) সহীহ বুখারী; খ) সহীহ মুসলিম; গ) তিরমিযী; ঙ) আবু দাউদ চ) ইবনে মাজাহ; ছ) নাসাঈ।

প্রশ্ন ১১৩) হাদীসে কুদ্‌সী কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লাহর বাচনিক হাদীস, তবে বর্ণনার ভাষা রসূলুল্লাহের ﷺ নিজস্ব। আল্লাহ পবিত্র (কুদ্দুস), সেই থেকে কুদসী। এ ধরণের হাদীসগুলো রসূলুল্লাহের ﷺ নিজস্ব বক্তব্য নয়, স্বয়ং আল্লাহর বক্তব্য যা বলার আগে ভূমিকা স্বরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন যে, "আল্লাহ আমাকে একথা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন যে বলঃ " জেনে রাখা ভালো যে হাদীসে কুদ্‌সী কুরআনের কোন অংশ নয়।

প্রশ্ন ১১৪) হিজরত কাকে বলে?

উত্তর ঃ হিজরতের সাধারণ অর্থ হলো দেশত্যাগ বা স্থানান্তর গমন। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ইসলাম ধর্ম পালনের সুবিধার্থে নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যাওয়া যা নাবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনায় গিয়ে করেছিলেন (৬২২ খৃষ্টাব্দে)। এই হিজরতের তারিখ থেকে ইসলামের হিজরী সনের সূচনা।

প্রশ্ন ১১৫) আনসার কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ আনসার অর্থ সাহায্যকারী। মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা যারা মুহাযীরদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। আনসারগণ রাদিআল্লাহু আন্‌হুম মক্কার সাধারণ লোকদের তুলনায় দ্বীনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল ছিলেন।

প্রশ্ন ১১৬) মুহাযীর কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে যারাই নিজ জন্মভূমিতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়ে বহিষ্কারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারাই মুহাযীর। যেমন - যে সকল সাহাবা হিযরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এসেছিলেন তাদেরকে মুহাযীর বলা হয়।

প্রশ্ন ১১৭) আলিম (আলেম) কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ ইলম (knowledge) থেকে আলিম শব্দের উৎপত্তি। যার দ্বীন ইসলামের উপর সহীহ জ্ঞান আছে তাকে আলিম বলে। ওলামা হচ্ছে আলিমের বহুবচন।

প্রশ্ন ১১৮) গায়েব কী?

উত্তর ঃ অর্থ - অদৃশ্য বা গোপন। গায়েব শুধুমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। এই পৃথিবীর অনেকে আছেন যারা গায়েব বা অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ জানেন বলে দাবি করেন। কিন্তু এই ধরনের দাবী করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানেন না সে যতো বড় বুজুর্গই হোক না কেন এটা স্পষ্ট কুরআনের কথা। তবে নাবী রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। *"(হে রসূল) বল ঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা নামল ঃ ৬৫)*

প্রশ্ন ১১৯) ইহুদী ও নাসারা কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ ইহুদী হচ্ছে যারা তাওরাতের অনুসারী এবং মুসা (আ.) এর অনুসারী। আর খ্রীষ্টানদেরকে নাসারা বলে।

প্রশ্ন ১২০) আহলি কিতাব কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ কিতাবপ্রাপ্তগণ (ইহুদি ও খৃষ্টানগণ) যারা তাদের নাবীদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব লাভ করেছেন।

প্রশ্ন ১২১) আহলি বাইত কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারকে আহলি বাইত বলা হয়। মূল অর্থ "ঘরের লোকজন/ঘরের বাসিন্দারা"। ব্যবহারিক অর্থ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার এবং তাঁর বংশধরগণ (কন্যা ফাতিমা ও আলীর সন্তানদের মাধ্যমে)।

প্রশ্ন ১২২) সলাত (নামায) কাকে বলে?

উত্তর ঃ সলাত আভিধানিক অর্থ দু'আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে 'শরী'আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত অনুষ্ঠানকে 'সলাত' বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালামের দ্বারা শেষ হয়।

প্রশ্ন ১২৩) সলাত কায়েম বা আকিমুস্‌সলাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআনে সলাত আদায়ের চাইতে কায়েমের কথাই বেশী এসেছে। সলাত কায়েম অর্থ সলাতকে প্রতিষ্ঠা করা (শুধু সলাত পড়া বা আদায় করা নয়)। অর্থাৎ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, কর্মক্ষেত্রে সলাত চালু করা। সলাত কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে লোকদেরকে বুঝানো এসবই সলাত কায়েমের অংশ। সলাতের শিক্ষা ও এর মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, আনুগত্য, সাম্য, ঐক্য, শান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষকে পরিচিত করানো ও শিক্ষা দেয়া। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে সলাত কায়েম করার সবচাইতে কার্যকরী মাধ্যম।

প্রশ্ন ১২৪) ফরয কাকে বলে?

উত্তর ঃ এমন কাজ যা করা প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য এবং তা অস্বীকারকারী কাফের। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ফরয ত্যাগ করবে সে ফাসিক ও শাস্তিরযোগ্য। ফরয দু'প্রকার। ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া।

প্রশ্ন ১২৫) ফরযি আইন কাকে বলে?

উত্তর ঃ যা করা প্রত্যেক মুসলিমের একেবারে অপরিহার্য, না করলে কঠিন গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য । যেমন- সলাত, সিয়াম প্রভৃতি ।

প্রশ্ন ১২৬) ফরযি কিফায়া কাকে বলে?

উত্তর ঃ যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যে অপরিহার্য নয়, সামগ্রিকভাবে সকল মুসলিমের ফরয, যাতে করে কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্যে হয়ে যায়, আর কেউই আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে । যেমন- জানাযার সলাত, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন করা ইত্যাদি ।

প্রশ্ন ১২৭) ওয়াজিব কাকে বলে?

উত্তর ঃ ওয়াজিব আদায় করা ফরযের মতোই অনিবার্য । যে ব্যক্তি একে তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে এবং বিনা কারণে ত্যাগ করে সে ফাসিক এবং শাস্তির যোগ্য হতে পারে । এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী । অবশ্যি ওয়াজিব অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না ।

প্রশ্ন ১২৮) মুস্তাহাব কাকে বলে?

উত্তর ঃ মুস্তাহাব অর্থ - উত্তম, মুস্তাহাব এমন আমলকে বলা হয় যা নাবী ﷺ মাঝে মাঝে করেছেন এবং অধিকাংশ সময়ে করেননি । এ আমলে অনেক সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই ।

প্রশ্ন ১২৯) সুন্নাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ কথাটার অর্থ হচ্ছে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদর্শিত আল্লাহর ইবাদত এবং দুনিয়ার কর্মকান্ডে (দীন এবং দুনিয়ার বিষয়ে) আল্লাহর কুরআন ও তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের কর্মপদ্ধতির সঠিক অনুসরণ মুসলিমদের পালনীয় ও করণীয় ।

প্রশ্ন ১৩০) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ ঐসব কাজ যা নাবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু আনহুম সবসময় করেছেন এবং কারণ ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি ।

প্রশ্ন ১৩১) সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে কাজ নাবী ﷺ অথবা সাহাবীগণ করেছেন এবং বিনা কারণে কখনো আবার ছেড়েও দিয়েছেন । এ কাজ করলে খুব সওয়াব না করলে গুনাহ নেই ।

প্রশ্ন ১৩২) মাকরূহ ও মুবাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ মাকরূহ অর্থ ঃ ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য তবে হারাম নয় । এবং মুবাহ অর্থ ঃ ইবাদত অথবা হারাম-হালাল সংশ্লিষ্ট নয় তেমন সব বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দের চর্চা যা করলে সওয়াবও নেই অথবা না করলে গুনাহও নেই ।

প্রশ্ন ১৩৩) নফল ইবাদত কাকে বলে?

উত্তর ঃ নফল মানে ফরযের অতিরিক্ত ইবাদত। আল্লাহর দেয়া সকল ইবাদতই দুই ভাগে বিভক্ত, হয় ফরয অথবা নফল। তাই ফরয ইবাদত ব্যতীত সকল ইবাদতই নফল। নফল ইবাদত পালন করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে গুনাহ নেই। তবে ফরয ইবাদাতে যদি কোথাও ঘাটতি পড়ে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে নফল দিয়ে তা পূরণ করা হবে।

প্রশ্ন ১৩৪) বিদ'আত কি?

উত্তর ঃ যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলো না এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশে পালন করার নামই বিদ'আত। বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।

প্রশ্ন ১৩৫) কিয়াস ও ইজমা কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআন ও সুন্নাহের পরোক্ষ (প্রত্যক্ষ নয়), একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহে উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, বিচক্ষণ (ফকিহ) ব্যক্তিদের উন্নত বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটন করা সিদ্ধান্তকে কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা বলে।

প্রশ্ন ১৩৬) ইস্তিগফার কাকে বলে?

উত্তর ঃ অর্থ - ক্ষমা প্রার্থনা, দয়া ভিক্ষা। ক) কোন গুনাহের কাজ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা– আস্তাগফিরুল্লাহ – আল্লাহ, তোমার কাছে ক্ষমা চাই। খ) অশালীন কোন কথা শুনলে অথবা কিছু দেখলেও আস্তাগফিরুল্লাহ বলে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যার অর্থ এই যে ঐসব আপত্তিকর কাজ আমি ঘৃণা করি, দূরে থাকতে চাই।

প্রশ্ন ১৩৭) ইয়াউমুল কিয়ামাহ কি?

উত্তর ঃ কিয়ামাতের দিন। আরবী কিয়াম অর্থ উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও বটে। সেই মহাদুর্যোগপূর্ণ দিনে সকল পুনর্জীবিত মানুষ হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে (কিয়াম করবে) আল্লাহর বিচারের রায় শোনার জন্যে।

প্রশ্ন ১৩৮) জাযাকাল্লাহ অর্থ কি?

উত্তর ঃ জাযা অর্থ ঃ প্রতিফল, প্রতিদান, বিনিময়। জাযাকাল্লাহ অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান/পুরষ্কার দিন। কেউ কোন সাহায্য-সহায়তা করলে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হচ্ছে জাযাকাল্লাহ। কখনো কখনো জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরষ্কার দিন)ও বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩৯) তাওবা কি?

উত্তর ঃ তাওবা অর্থ - অনুতাপ, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা। গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। তাওবার শর্তগুলো হচ্ছে – অবিলম্বে তাওবা করা, খালিস দিলে তাওবা করা, সেই ধরনের গুনাহ ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, সেই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকা, অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া।

প্রশ্ন ১৪০) তাকবীরে তাহরীমা কাকে বলে?

উত্তর ঃ তাকবীরে তাহরীমা অর্থ - দুনিয়ার চিন্তা ও কাজ হারামকারী তাকবীর। সলাতের (নামাযের) শুরুতে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিয়্যত করে দু'হাত দু'কাঁধ অথবা দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আবার বুকের উপর দু'হাত বাঁধার সময় যে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় তাকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা'। 'আল্লাহু আকবার' কথাটার নাম তাকবীর, আর 'তাহরীমা' অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার কাজ ও চিন্তা হারামকারী।

প্রশ্ন ১৪১) তাকবীর কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা।

প্রশ্ন ১৪২) তাসবীহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলে আল্লাহর প্রশংসা করা।

প্রশ্ন ১৪৩) তাহলীল কাকে বলে?

উত্তর ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই) বলে আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) ঘোষণা করা।

প্রশ্ন ১৪৪) তায়াম্মুম কাকে বলে?

উত্তর ঃ পানির অভাবে অথবা কোন কারণে পানি ব্যবহারে বাধা থাকলে শুকনা মাটি/বালু দিয়ে শরীয়তি পদ্ধতিতে হাত ও মুখ মুছে বিকল্প ওযূ করা জায়িয, যার নাম তায়াম্মুম। এটা আল্লাহের আদেশ (সূরা মায়িদা ঃ ৬)।

প্রশ্ন ১৪৫) তাহারাত কাকে বলে?

উত্তর ঃ তাহারাত অর্থ - পবিত্রতা। আল্লাহর কাছে বান্দার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত হলো শরীয়তি পদ্ধতি অনুসারে তার দেহ, পোশাক ও ইবাদতের স্থানের পবিত্রতা (তাহারত) অর্জন।

প্রশ্ন ১৪৬) তাওয়াক্কুল কি?

উত্তর ঃ তাওয়াক্কুল অর্থ - আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরতা। আল্লাহ তাঁর কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে মু'মিনগণ যেন সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে।

প্রশ্ন ১৪৭) দু'আ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা। দু'আ অর্থ প্রার্থনা। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "দু'আই ইবাদত।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন ১৪৮) দুরূদ কাকে বলে?

উত্তর ঃ দুরূদ হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে আল্লাহর কাছে আশীর্বাদ ও শান্তির প্রার্থনা। এটি ফার্সি শব্দ। আরবী "সলাত" ও "সালাম" কথা দু'টির প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ও উর্দু ভাষায় এই দরূদ/দুরূদ কথাটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের উচিৎ সলাত (আর্শীবাদ) ও সালাম (শান্তি) বলা, দরূদ নয়, কারণ এটা কুরআন-হাদীসের ভাষা নয়।

প্রশ্ন ১৪৯) নিকাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ নিকাহ অর্থ - বিবাহ, বিয়ে। মুসলিম নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে লিখিত কাবিন সাপেক্ষে সাক্ষী রেখে বহু লোক সমক্ষে বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন ১৫০) পুলসিরাত কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলামী আকীদা অনুসারে হাশরের মাঠে শেষ বিচারের দিনে জাহান্নামের উপরে যে পুলটা আল্লাহ স্থাপন করবেন সেটা।

প্রশ্ন ১৫১) ফিক্‌হ বা ফিকাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইবাদতের নানা নিয়ম-পদ্ধতি-মাসালা ইত্যাদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে সেটা। ফিকহ্‌/ফিকাহ শব্দের অর্থ বুদ্ধি বিবেচনা, ধী'শক্তি, উপলব্ধি, পরিভাষায় ফিকহ্‌র অর্থ শরয়ী আহকাম। যা কুরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা সম্পন্ন আলেমগণ কুরআন সুন্নাহ থেকে যুক্তি প্রমাণসহ বের করেছেন।

প্রশ্ন ১৫২) ফিদ্‌ইয়া কি?

উত্তর ঃ ফিদইয়া অর্থ - আর্থিক ক্ষতিপূরণ। ইবাদতের ক্ষেত্রে (রোযা বা হাজ্জে) কোন ত্রুটি ঘটে গেলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শরীয়তি বিধান অনুসারে অর্থ ব্যয়। যথা অনুমোদিত কারণে রোযা রাখতে না পারলে তার পরিবর্তে একজন গরীব লোককে প্রতিদিন দুইবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

প্রশ্ন ১৫৩) ফিত্‌না বা ফাসাদ কি?

উত্তর ঃ ফিত্‌না অর্থ পরীক্ষা। অরাজকতা, বিশৃংখলা, বিদ্রোহ, ধর্মীয় নির্যাতন। হাংগামা, গোলযোগ, হত্যা, রক্তপাত, বিদ্রোহ, বিভেদ, পরীক্ষা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফিত্‌না আল্লাহর খুব অপছন্দ, তাই তিনি মুসলিমদের মাঝে ফিত্‌না সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে করেছেন।

প্রশ্ন ১৫৪) পীর কি?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় পীর বলতে কোন শব্দ নেই। পীর ফারসী শব্দ। মানুষের বয়স বেশী হয়ে গেলে সেই বুড়োবুড়ি মানুষকে বলা হয় পীর। পারস্যের অগ্নি পূজারীদের পুরোহিতকে বলা হয় 'পীরে মুগাঁ'।

প্রশ্ন ১৫৫) ফকির বা দরবেশ কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ ফকির অর্থ - ধর্মীয় আবরণে ভিক্ষুক। "ফকির" একটা আরবী শব্দ যার অর্থ দরিদ্র। "দরবেশ" হচ্ছে একটা ফার্সি শব্দ যার অর্থ তথাকথিত ইসলামী পোশাক পরিহিত এক ধরনের ভিক্ষুক। এরা সলাত-সিয়ামের ধার ধারে না, এরা সূফী মতবাদের অনুসারী।

প্রশ্ন ১৫৬) বারযাখ্ কি?

উত্তর ঃ বারযাখ্ অর্থ পর্দা বা অন্তরাল। আলমে বারযাখ্ অর্থ পর্দার অন্তরালের জগৎ অর্থাৎ কবরবাসীদের জীবন।

প্রশ্ন ১৫৭) মাখ্লুক কি?

উত্তর ঃ সৃষ্টি, সৃষ্ট জীব এবং বস্তু। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহর সকল সৃষ্টি – প্রাণবান ও প্রাণহীন, দৃশ্য ও অদৃশ্য – সবই।

প্রশ্ন ১৫৮) মুশরিক কারা?

উত্তর ঃ যে বা যারা আল্লাহর সংগে "শিরক" করে তাদেরকে মুশরিক বলে। যেমন- যারা মূর্তি পূজা করে।

প্রশ্ন ১৫৯) মুত্তাকী কারা?

উত্তর ঃ মুত্তাকী হচ্ছে পূর্ণরূপে আল্লাহ ভক্ত মু'মিন। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেছেন। যিনি কুরআন-হাদীসের সব বিধি-নিষেধ মেনে পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন করে ইবাদত-বন্দেগী করেন এবং দৈনন্দিন জীবন-যাপন করেন।

প্রশ্ন ১৬০) মাযহাব কি?

উত্তর ঃ মাযহাব অর্থ মত ও পথ। বিখ্যাত চার ইমামের নামানুসারে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভক্ত চারটি মত ও পথের অনুসারীগণ – হানাফী, মালিকি, শাফেঈ এবং হান্বালী মাযহাব। মাযহাবের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় ছিল না, এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মৃত্যুর চারশত বছর পর। মায্হাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান।

প্রশ্ন ১৬১) মুকতাদী (মুক্তাদী) কারা?

উত্তর ঃ মুকতাদী অর্থ হলো সলাতের শুরু থেকে ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মুসুল্লী। যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সলাতের জন্য ইকতেদা (অনুসরণ/অনুকরণ) করে সে একজন মুকতাদী।

প্রশ্ন ১৬২) মাগফিরাত কি?

উত্তর ঃ মাগফিরাথ অর্থ - ক্ষমা বা মার্জনা। আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া অর্থেই সচরাচর মাগফিরাত কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাগফিরাত বা ক্ষমা দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাভুক্ত, তাই আল্লাহর নাম গাফুর, গাফ্‌ফার।

প্রশ্ন ১৬৩) লাওহে মাহফুয কোথায়?

উত্তর ঃ লাওহে মাহফুয অর্থ - সংরক্ষিত ফলক। আল কুরআনের মূল কপি লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রয়েছে। সূরা বুরূজের ২১-২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "বস্তুতঃ ইহা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"

প্রশ্ন ১৬৪) শরীয়াত বা শারী'আ কি?

উত্তর ঃ শরীয়াত অর্থ - ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন। ধর্মীয় বিধি-বিধান বা আইন-কানুন যা আল্লাহ নাবীদের ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মানবজাতির আচরণ-পালনের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- ইসলামী শরীয়ত।

প্রশ্ন ১৬৫) সদাকাহ কি?

উত্তর ঃ দান-খয়রাত যা ফরয যাকাত দেয়ার পর অতিরিক্ত অর্থ। অতীব পূণ্যময় কাজ, আল্লাহ ও রসূলের পছন্দ ও নির্দেশ মুসলিমদের প্রতি। সহীহ হাদীস অনুসারে শুধুমাত্র অর্থদানই নয়, এমন কি পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেয়া বা একজনের সংগে হাসিমুখে কথা বলাও সদাকাহ।

প্রশ্ন ১৬৬) সিজদা কি?

উত্তর ঃ মাটিতে কপাল ও নাক লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে আত্মনিবেদন। 'সিজদা' অর্থ চেহারা মাটিতে রাখা। আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিনম্রচিত্তে চেহারা মাটিতে রাখা যা সলাতের সময় করতে হয়। সিজদা হলো দু'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়।

প্রশ্ন ১৬৭) সিজদায়ে সাহু কি?

উত্তর ঃ সলাতে কোন ভুলের জন্যে সিজদা। সাহু অর্থ ভুলে যাওয়া। সলাতের মধ্যে ভুলবশতঃ যে কম বেশী হয় তাতে যে সলাতের অনিষ্ট হয় তা পূরণের জন্যে সলাতের শেষে দুটি সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাকে সাহু সিজদা বলে।

প্রশ্ন ১৬৮) সিজদা-এ-তিলাওয়াত কি?

উত্তর ঃ কুরআন তিলাওয়াত-কালীন সিজদা। সমগ্র কুরআনে ১৫টি স্থানে (সূরা হাজ্জ-এ দু'বার) সংশ্লিষ্ট আয়াতটির তিলাওয়াত শেষ হওয়া মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি করে সিজদা করতে হয়। সিজদার আয়াত পাঠ করা হলে পাঠক ও শ্রোতা দু'জনকেই সিজদা করতে হবে।

প্রশ্ন ১৬৯) সিজ্জীন কি?

উত্তর ঃ সূরা মুতাফফিফীনের ৮ নং আয়াতে এই "সিজ্জীন" কথাটার উল্লেখ আছে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে সিজ্জীন একটা বিশেষ স্থানের নাম যেখানে পাপী বা কাফিরদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়।

প্রশ্ন ১৭০) ইল্লিই-ইন কি?

উত্তর ঃ সূরা মুতাফফিফীনের ১৮ নং আয়াতে এই "ইল্লিই-ইন" কথাটার উল্লেখ আছে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ইল্লিই-ইন একটা বিশেষ স্থানের নাম যেখানে মু'মিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়।

প্রশ্ন ১৭১) সাহাবী কারা?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ﷺ -এর একজন সংগী, সাথী, সহচর, অনুগামী ও ভক্ত। একজন সাহাবী হলেন সেই ব্যক্তি (পুরুষ অথবা নারী) যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবিতকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে তাঁর সাথী ছিলেন।

প্রশ্ন ১৭২) তাবিঈ কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ যারা সাহাবীগণের অনুসরণকারী। যেসব মুসলিম সাহাবীগণের সাহচর্য পেয়েছিলেন, ইসলাম শিক্ষা করেছিলেন, ইসলামের চর্চা করেছিলেন তাঁরা হলেন 'তাবিঈ', অর্থাৎ সাহাবীগণের অনুসারী।

প্রশ্ন ১৭৩) তাবিতাবিঈ কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ যারা তাবিঈগণের অনুসরণকারী। তাবিঈগণের যুগের পর তাঁদের হাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে মুসলিমগণ ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও প্রচার করে গেছেন তাঁদের পরিচয় হলো তাবিতাবিঈন (তাবিঈদের অনুসারীগণ)।

প্রশ্ন ১৭৪) ইসলামের দৃষ্টিতে "শহীদ" কারা?

উত্তর ঃ সহীহ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী ৫ প্রকার 'প্রকৃত মুসলিম' মারা গেলে শহীদ হয়। যেমন ঃ ১) মহামারীতে ২) পেটের পীড়ায় ৩) পানিতে ডুবে ৪) ধ্বংসস্তূপে চাপা পরে এবং ৫) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।

প্রশ্ন ১৭৫) সীরাত কাকে বলে?

উত্তর ঃ সীরাত অর্থ - জীবনী, গুণ, প্রকৃতি, স্বভাব। সীরাতুন নাবী অর্থ নাবীর জীবনী। সীরাতের অপর অর্থ - পথ, রাস্তা। সিরাতুল মুস্তাকীম – সরল পথ (দ্বীন-ই ইসলাম)।

প্রশ্ন ১৭৬) সিরাতুল মুস্তাকীম কি?

উত্তর ঃ কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত সরল পথ যা বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। কুরআন ও সুন্নাহে প্রদর্শিত সৎপথ যা অনুসরণ করলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য ও শান্তি এবং আখিরাতে জান্নাতে স্থান পাওয়ার প্রত্যাশা করা যাবে, আল্লাহর রহমত ও রসূলুল্লাহের শাফা'আত পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ১৭৭) হালাল কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলাম ধর্ম দ্বারা অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, গ্রহণযোগ্য, সমর্থনযোগ্য। হালাল কথাটা ইসলাম ধর্মে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অধীনে আয়- রোজ্‌গার, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, অলংকার, কাজ, ব্যবহার, অর্থনীতি, রাজনীতি এর সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ১৭৮) হারাম কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলাম ধর্ম দ্বারা অর্থাৎ শরীয়ত দ্বারা অনুমোদিত নয়, গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ১৭৯) যিকর কি?

উত্তর ঃ যিকরের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু স্মরণ করা, আবার বর্ণনা করাও হয়। এমনিভাবে কোথায় আল্লাহর কোন হুকুম কিভাবে মানতে হবে, কী কী কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন আর কী কী করতে বারণ করেছেন, সেটা মনে গেঁথে নেবার নাম কলবের যিকর। আর কোন কিছু মুখে আলোচনা করাকে আমরা মুখের যিকর বলতে পারি।

প্রশ্ন ১৮০) দ্বীন কাকে বলে?

উত্তর ঃ দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরাপুরি অর্থ হয় না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এক কথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৮১) ইকামতে দ্বীন বা আকিমুদ্দিন কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইকামতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা। আর দ্বীন কায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা।

প্রশ্ন ১৮২) দাওয়াত কি?

উত্তর ঃ দাওয়াত হচ্ছে দ্বীন ইসলামের প্রচার।

প্রশ্ন ১৮৩) দা-'ঈ কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ যিনি করেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজ যিনি করেন ইসলামের পরিভাষায় তাকে দা-'ঈ বলে।

প্রশ্ন ১৮৪) ফি সাবিলিল্লাহ কি?

উত্তর ঃ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে। এ কথাটির অর্থ ব্যাপক। সাধারণতভাবে গরীব-দুঃখীকে সাহায্য বা সেবামূলক কাজও ফি সাবিলিল্লাহর কাজ হিসেবে পরিগণিত।

প্রশ্ন ১৮৫) ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ কি?

উত্তর ঃ শাব্দিক অর্থে ইনফাকের অর্থ 'অর্থ খরচ করা'। কিন্তু যেমন তেমন খরচকে ইনফাকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আল কুরআনে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর আহবান মূলতঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয়কেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮৬) কুফর কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুফর অর্থ - আল্লাহর উপর অবিশ্বাস, ইসলামে অবিশ্বাস, সত্য গোপন করা বা ঢেকে রাখা। আল্লাহর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরূপ মন্তব্য। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস।

প্রশ্ন ১৮৭) কাফির কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ কাফির অর্থ - আল্লাহ অথবা ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী। সত্য গোপনকারী। একবচন কাফির অথবা কাফ্‌ফার। বহুবচনে কাফিরুন অথবা কুফ্‌ফার। কাফিরদের স্থান জাহান্নাম (সূরা আনফাল ঃ ৩৬)

প্রশ্ন ১৮৮) মুনাফিক কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ মুনাফিক অর্থ - কপটাচারী, ভন্ড, প্রতারক। যে ব্যক্তি বাহ্যিক বা মৌখিকভাবে মুসলিম কিন্তু অন্তরে ইসলামে ঈমান নেই, সেই ব্যক্তি একজন মুনাফিক। আল্লাহ মুনাফিকদের অত্যন্ত অপছন্দ করেন। ওদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।

প্রশ্ন ১৮৯) ফাসিক কাদেরকে বলে?

উত্তর ঃ ফাসিক অর্থ গুনাহগার, সৎপথত্যাগী, চরিত্রহীন, আল্লাহতে অবিশ্বাসী, অসৎকর্মকারী ইত্যাদি। ফাসিকদের আল্লাহ শাস্তি দেবেন একথা তাঁর কুরআনে বহু আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সেই ধর্মের নির্দেশ অস্বীকার করা বা অমান্য করাও ফিস্‌কের অপরাধের অন্তর্ভূক্ত।

প্রশ্ন ১৯০) আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর ঃ আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা রয়েছে যে 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান অর্থাৎ আল্লাহ সব জায়গায় রয়েছেন'। এই ধরণের বিশ্বাস একদম ভুল। আল্লাহ সবর্ত্র বিরাজমান নয়, আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান অর্থাৎ আল্লাহ এই পৃথিবীর সব জায়গায় থাকেন না কিন্তু তিনি সবসময় সবকিছু আরশে আজীমে বসে দেখতে পান, আরশে আজীম সাত আসমানের উপরে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন ঃ "আল্লাহ আরশে আজীমে রয়েছেন"। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৫)

প্রশ্ন ১৯১) আল্লাহর কি আকার আছে?

উত্তর ঃ আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা আছে যে আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ আল্লাহর কোন আকার নেই। এই ধরণের বিশ্বাস একদম ভুল। আসলে আল্লাহ নিরাকার নয়, আল্লাহর আকার আছে। তবে তাঁর আকার কেমন তা আমরা কেউ জানি না সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহর আকারের সাথে তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন তুলনা করা যাবে না। তুলনা করতে চাইলে বড় গুনায় লিপ্ত হবে।

প্রশ্ন ১৯২) কিরামান কাতিবিন কাদেরকে বলে, এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ আমাদের দুই কাঁধে দু'জন ফিরিশতা রয়েছেন যারা সারাক্ষণ আমাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব লিখে রাখছেন। ডানের কাঁধের ফিরিশতা ভাল কাজের হিসাব লিখে রাখেন এবং বাম কাঁধের ফিরিশতা মন্দ কাজের হিসাব লিখে রাখেন। এই দু'জন ফিরিশতাকে আরবীতে বলে কিরামান কাতিবিন। কিরামান অর্থ সম্মানিত এবং কাতিবিন অর্থ লেখকদ্বয়। কিরামান কাতিবিন ফিরিশতা দু'জনের নাম নয়।

প্রশ্ন ১৯৩) হাজ্জে গিয়ে কি শয়তানকে পাথর মারতে হয়?

উত্তর ঃ হাজ্জে গিয়ে শয়তানকে কোন পাথর মারতে হয় না। তিনদিন যে পাথর মারতে হয়, অনেকে সেটাকে মনে করেন যে, বড়, মধ্যম এবং ছোট শয়তানকে পাথর মারতে হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পাথর কোন শয়তানকে মারা হয় না। আসলে পাথর মারা হয় নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় যেখানে শয়তান ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। যাকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে হয় তাকে আরবীতে জামারাহ বলে অর্থাৎ কোন লক্ষ্যস্থলকে জামারা বলে।

প্রশ্ন ১৯৪) ইবলিস শয়তান কে?

উত্তর ঃ ইবলিস শয়তান একজন জ্বিন। অনেকে মনে করে ইবলিস একজন ফিরিশতা, এই ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ১৯৫) আরবী ১২ মাসের নামগুলো কি কি?

উত্তর ঃ মুহাররাম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জুমাদাল উলা, জুমাদাস সানি, রজব, শাবান, রমাদান, শাওয়াল, যুলক্বদাহ, যুলহিজ্জা।

প্রশ্ন ১৯৬) টুপি ছাড়া কি সলাত (নামাজ) পড়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, টুপি ছাড়া সলাত (নামাজ) পড়া যাবে, সলাতের জন্য টুপি কোন শর্ত নয়।

প্রশ্ন ১৯৭) আল্লাহ ছাড়া কি কেউ গায়েবের খবর জানেন?

উত্তর ঃ না, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের খবর জানেন না, এমন কি পীর-আউলিয়ারাও গায়েব জানেন না।

প্রশ্ন ১৯৮) "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর। সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো।" এই হাদীসটি কি সঠিক?

উত্তর ঃ না, এই হাদীসটি সঠিক নয়। এটি জাল হাদীস, এই কথা মুহাম্মাদ ﷺ কখনো বলেননি।

প্রশ্ন ১৯৯) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পথে এক বুড়ি কাঁটা বিছিয়ে রাখতো ... একদিন বুড়ির জ্বর হলো.... নাবী মুহাম্মাদ ﷺ তাকে দেখতে গেলেন....। এই গল্প কি সত্য?

উত্তর ঃ না, এই গল্প সত্য নয়। এই ধরণের ঘটনা রসূল ﷺ এর জীবনীতে নেই।

প্রশ্ন ২০০) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ঈদগাহে যাওয়ার পথে এক ইয়াতিম বাচ্চাকে কান্নারত অবস্থায় পেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে মা আয়িশার নিকট দিলেন এবং মা আয়িশা তাকে গোসল দিয়ে নতুন কাপড়-জুতা পরিয়ে দিলেন....। এই গল্প কি সত্য?

উত্তর ঃ না, এই গল্প সত্য নয়। এই ধরণের ঘটনা রসূল ﷺ এর জীবনীতে নেই।

বিশেষ নোট ঃ

(সা.) = সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম
(আ.) = আ'লাইহিস সালাম
(রা.) = রাদিআল্লাহু আনহু

ইসলামিক বই-পত্র পড়তে গেলে (সা.), (আ.) এবং (রা.) ব্রাকেটের মধ্যে এই অক্ষর বা শব্দগুলো দেখা যায়। আমাদের বইগুলোতেও এই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে এগুলো সালাম এবং দু'আর সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন নাবী মুহাম্মাদ-এর নামের পাশে থাকে (সা.) যার অর্থ "তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক"। আবার অন্যান্য নাবী ও রসূলদের নামের পাশে থাকে (আ.) যার অর্থ "তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক" এবং সাহাবীদের নামের পাশে থাকে (রা.) যার অর্থ "আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন"।

কিছু প্রচলিত আরবী শব্দ ও তার বাংলা অর্থ যা আমাদের জানা প্রয়োজন

আরবী	বাংলা অর্থ	আরবী	বাংলা অর্থ
সুবহা-নাল্লাহ	মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	ইহসান	সৎকাজ/ভাল ব্যবহার/ আল্লাহর উপস্থিতি
আলহামদুলিল্লাহ	সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য	একীন	অন্তরে গভীর বিশ্বাস
আল্লাহু আকবার	আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ	ইখলাস	সততা/ছলনাবিহীনতা/ Sincerity
মাশা-আল্লাহ	আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন	তরক করা	পরিত্যাগ করা
সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম	আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	ফিকির	না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান করা/খোঁজাখুঁজি করা
রব্বানা লাকাল হামদ্	হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সকল প্রশংসা	মসজিদ	সিজদার স্থান
সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা	আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	কিরামান-কাতেবিন	সম্মানিত লেখকদ্বয়
খুশু খুযু	ভয়/আশা/বিনয়/একাগ্রতা	ফিতনা	পরীক্ষা/ বাধা
আ'উযুবিল্লাহ	আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে	ওসঅয়াসা	প্ররোচনা/ কুমন্ত্রণা
না'উযুবিল্লাহ	আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে	মাওলা	প্রভু (আল্লাহ)
আস্তাগফিরুল্লাহ	আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর কাছে	মাওলানা	আমাদের প্রভু
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা	আল্লাহ অতি পবিত্র ও মহান	আলেম	যার ভেতর ইলম (জ্ঞান) আছে
রসূল	বার্তা বাহক/Messenger	ওলামা	আলিমের বহুবচন
রসূলুল্লাহ	আল্লাহর রসূল	ওলী	অভিভাবক
জাযাকাল্লাহু খাইরান	আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান বা পুরষ্কার দিন	আওলিয়া	ওলির বহুবচন
তাহক্বীক	যাচাই-বাছাই/verification	হক ও বাতিল	সত্য ও মিথ্যা
সহীহ	শুদ্ধ/সঠিক/authentic	বালা - মুছিবত	বিপদ - আপদ
যঈফ	দুর্বল/weak	নশর	পুনরুত্থান
মাওজু	মিথ্যা/বানোয়াট/ fabricated	হাশর	জমায়েত/ gathering
মুনকার	অগ্রহণযোগ্য/ unacceptable	জিয়ারত	দর্শন/visit
হাসান	উত্তম (সহীহর কাছাকাছি)	জানাযা	মৃতদেহ/ডেড বডি
মুস্তাহাব	উত্তম/প্রশংসনীয়/better	ইন্তিকাল	স্থানান্তর/বদলি/transfer